দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

উপাচার্যের পদ নিয়ে জোর লবিং গ্রুপিং চলছে–টার্গেট ঢাকা ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্টাফ রিপোর্টার॥ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শমসের আলীকে সরিয়ে দিয়ে একজন নতুন উপাচার্য নিয়োগের জন্য একটি মহল জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, নতুন উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব এখন চ্যান্সেলরের দফতরে বিবেচনাধীন রয়েছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং উপাচার্য ডঃ শমসের আলীর চার বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগ অক্টোবরে পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৯২ সালে ডঃ শমসের আলী প্রকল্প পরিচালক এবং উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পান। বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা এবং উদ্যোক্তা ডঃ শমসের আলীকে যেন দ্বিতীয় দফায় উপাচার্য নিয়োগ করা না হয় সে জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি গ্রুপ জোর লবিং চালাচ্ছে। জানা গেছে, শিক্ষকদের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা চেষ্টা করছেন, উপাচার্য পদে যেন তাদের গ্রুপের কোন শিক্ষককেই নিয়োগ দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভের জন্য নীল গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকদের মধ্যে এখন বেশ টানাপোড়েন চলছে। তিন সদস্যের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে ইতোমধ্যে নীল দল থেকেই বেশ কয়েকজন প্রার্থী দাঁড়িয়ে গেছেন। আওয়ামী

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

উপাচার্যের পদ

(প্রথম পাতার পর)

লীগ সমর্থকরূপে সম্প্রতি পরিচিতি অর্জনকারী গোলাপী দলের এক শিক্ষকও উপাচার্য পদে নিয়োগ পেতে আগ্রহী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে যেহেতু নীল দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, তাই প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একটি মহল চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে গোলাপী দলের এ শিক্ষককে নীল দল থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়। কিন্তু নীল দলের নেতারা সরাসরি এ প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলটি এখন গোলাপী দলের এ শিক্ষককে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বসানোর জন্য লবিং করছে। অপরদিকে নীল দলের শিক্ষকরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে আপোসরফা হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রেস থেকে একজনকে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য তদবির করছেন।

এদিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে রদবদলের ফলে চলমান শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রকল্পের কাজ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের প্রথম উদ্যোক্তা হচ্ছেন ডঃ শমসের আলী। এ বিশ্ববিদ্যালয় এখনও একটি পাইলট প্রকল্পের পর্যায় রয়েছে। প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়নের আগেই কেবল দলীয় কারণে তাঁকে সরিয়ে অন্য লোককে এনে উপাচার্য করা হলে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক।

এদিকে ভিন্ন একটি সূত্র জানায়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক এবং উপাচার্য পদে একই ব্যক্তিকে নিয়োগ না দিয়ে ভিন্ন দু'জনকে দু'পদে বসানোর চেষ্টা চালাচ্ছে একটি মহল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, এমনটি করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের মধ্যে মারাত্মক সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থ সাহায্যপুষ্ট উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ বর্তমানে মাঝামাঝি পর্যায় রয়েছে। এ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মিডিয়া সেন্টার নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। এই পাইলট প্রকল্পের কাজ '৯৮ সালে শেষ হওয়ার কথা। দাতা সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতির হার দেখে বেশ সন্তুষ্ট বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ মাঝপথে থাকলেও ইতোমধ্যেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ৭০ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করছে।